খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক এর ২০শে মার্চ, ২০১৫ তারিখে লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত জুমআর খোতবার সারাংশ

যে কাজের জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন তা হলো আল্লাহ্ এবং তাঁর বান্দার সম্পর্কের মাঝে যে পঙ্কিলতা এবং বিপত্তি দেখা দিয়েছে তা দূরীভূত করে ভালবাসা ও নিষ্ঠার সম্পর্ককে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। ধর্মীয় সত্যতা যা পৃথিবীর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে তাকে মানুষের সামনে প্রকাশ করা বা প্রকাশ করার জন্য। আর সেই আধ্যাত্মিকতা যা প্রবৃত্তির অমানিশায় চাপা পড়েছে তার জীবন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য।

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে পাঁচটি শাখার কথা বলেছেন সেগুলোর একটি শাখা হলো, ইশতেহার বা বিজ্ঞাপন প্রকাশ অর্থাৎ তবলীগ এবং সত্য স্পষ্ট করার জন্য বিজ্ঞাপন প্রচার করা। এক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন,

আজ আমি সত্য স্পষ্ট করার জন্য সংকল্প করেছি যে, বিরোধী এবং অস্বীকারকারীদের সত্যের প্রতি আহ্বান করার উদ্দেশ্যে চল্লিশটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করবো যেন কেয়ামত দিবসে আমার পক্ষ থেকে আল্লাহ্ তা'লার সামনে এটি প্রমাণ হয়ে যায় যে, যেই উদ্দেশ্যে আমি প্রেরিত হয়েছি সেই উদ্দেশ্য আমি বাস্তবায়ন করেছি। আর এটি শুধু কয়েকটি বিজ্ঞাপন নয় বা শুধু একবার বিজ্ঞাপন দিয়েই ক্ষান্ত হন নি বরং যদি খতিয়ে দেখা হয় তবে দেখা যাবে যে, নিজ দাবীর সূচনা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অগণিত বিজ্ঞাপন তিনি প্রচার করেছেন। এসব বিজ্ঞাপন বা ইশতেহার যা ছাপানো রয়েছে সেগুলোকে যদি দেখা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, এগুলো ধর্মীয় জগতের জন্য এক ধনভান্ডার। মুসলমান, খ্রিষ্টান এবং অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদেরকেও ধ্বংস থেকে রক্ষা করার জন্য তাঁর হৃদয়ে এক ব্যাকুলতা ছিল। তিনি একা এই কাজ করতেন এবং এই উদ্দেশ্যে কঠোর পরিশ্রম করতেন। তাঁর বড় বড় গ্রন্থ তো রয়েছেই। সৃষ্টির প্রতি তাঁর সহানুভূতির চিত্র ছোট ছোট বিজ্ঞাপনের আকারেও পৃথিবীর সংশোধনের জন্য তাঁর ব্যাথাতুর হৃদয়ের চিত্র তুলে ধরে। আর পৃথিবীর মানুষের সংশোধনের জন্য হৃদয়ে ব্যাথা লালন এবং সেটিকে অব্যহত রাখা ও স্থায়ী রূপ দেয়া তাঁর জামাতের সভ্য বা সদস্যদেরও দায়িত্ব। তাই এদিকে স্থায়ীভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে। অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি দিবা-রাত্র কাজে রত থাকতেন এবং বিজ্ঞাপনের পর বিজ্ঞাপন প্রচার করতেন। মানুষ তাঁর কাজ দেখে বিস্মিত হয়ে যেত। একটি বিজ্ঞাপন প্রচারের প্রভাব শেষ হতো না এবং এর ফলে সৃষ্ট বিরোধিতার অগ্নি যেভাবে জ্বলে উঠত তার রেশ কাটার পূর্বেই তিনি দ্বিতীয় বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে দিতেন। এমনকি কেউ কেউ বলত যে, এমন সময় কোন বিজ্ঞাপন দেওয়া মানুষের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে কিন্তু তিনি এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করতেন না এবং বলতেন যে, গরম লোহাতেই আঘাত করতে হয়। আর উত্তেজনা কিছুটা স্তিমিত হওয়া শুরু হলেই তাৎক্ষণিকভাবে দ্বিতীয় বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে দিতেন যার ফলে পুনরায় বিরোধিতা মূলক হৈ চৈ আরম্ভ হয়ে যেত। তিনি এভাবেই দিবারাত্র কাজ করেছেন আর এটিই সফলতার পদ্ধতি। আমরাওযদি এই পদ্ধতি অবলম্বন করি তাহলে সফল হতে পারি। এ কথা ভাবা উচিত নয় যে, বিরোধিতা স্তিমিত হোক। বিরোধিতার পাশাপাশি যদি বিজ্ঞাপনও প্রচার হতে থাকে তাহলেই মানুষের ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

পুনরায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এরই যুগের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে ইশতেহার বা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তবলীগ হত। সেই সমস্ত বিজ্ঞাপন দু'চার পৃষ্ঠা বিশিষ্ট হত এবং এর মাধ্যমে দেশে হৈ চৈ সৃষ্টি করে দেওয়া হত। অজস্র ধারায় সেগুলো প্রচার করা হত।

তিন-চার বছর পূর্বে আমি জামাতসমূহকে বলেছিলাম যে, এক বা দুই পৃষ্ঠা বিশিষ্ট তবলীগি লিফলেট প্রচার করুন। আর আমি টার্গেট দিয়েছিলাম যে, এটি লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় প্রচার করা উচিত। যার মাধ্যমে পৃথিবী ইসলামের আকর্ষণীয় শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হবে। পৃথিবী যেন বুঝতে পারে যে, ইসলামের বাস্তবতা কী। পৃথিবী যেন এই বার্তা পায় যে, এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে প্রেরণ করে পুনরায় ইসলামের পুনর্জাগরণ এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছেন এবং প্রকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর পৃথিবী যেন বুঝতে পারে যে, এখনও আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় বান্দাদেরকে শয়তানের থাবা থেকে রক্ষা করার জন্য নিজের মনোনীত ব্যক্তিদের প্রেরণ করেন। যাহোক, যে সমস্ত জামাত এ ক্ষেত্রে কাজ করেছে সেখানে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে অত্যন্ত ইতিবাচক ফলাফল সামনে এসেছে। স্পেনে জামেয়ার ছাত্রদেরকে আমি পাঠিয়েছিলাম। তারা সেখানে অনেক বড় কাজ করেছে। বিভিন্ন ধরণের প্রায় তিন লক্ষ পেম্ফলেট তারা বিতরণ করেছে। অনুরূপভাবে কানাডার জামেয়ার ছাত্ররা স্পেনিস ভাষাভাষী দেশগুলোতে এবং মেক্সিকো গিয়ে বিজ্ঞাপন বিতরণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এর ফলে তবলীগের ক্ষেত্রও বিস্তৃত হয়েছে এবং বয়াতও হয়েছে। সুতরাং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বড় বড় বই পুস্তক বিতরণের পরিবর্তে উপর্যপুরি দুই পৃষ্ঠা বিশিষ্ট পেম্ফলেট ছাপানো এবং বিতরণ করতে থাকা উচিত। এখন সাহাবা এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সংক্রান্ত হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর কিছু রেফারেন্সেস বা উদ্ধৃতি তুলে ধরব যা বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সম্পর্ক রাখে।

এক জায়গায় তিনি বলেন, আফগানিস্তানের শহীদদের ওপর যখন পাথর বর্ষিত হতো তখন তারা ভয় পেতেন না বরং অবিচলতা এবং বীরত্বের সাথে তা মাথা পেতে নিতেন। আরযখন অনেক বেশি পাথর বর্ষিত হতে থাকে তখন সাহেবজাদা আব্দুল লতিফ শহীদ, নিয়ামতুল্লাহ্ খাঁন সাহেব এবং অন্যন্য শহীদরা এটিই বলেছেন যে, হে আল্লাহ্! এদের প্রতি করুণা কর এবং তাদেরকে হিদায়াত দাও। আসল কথা হলো, মানুষের ভিতর যদি প্রেমের প্রেরণা থাকে, প্রেমাগ্নি থাকে তাহলে তার রীতি নীতি এবং রং ঢংই বদলে যায়। তার কথায় প্রভাব বিস্তারকারী শক্তি সৃষ্টি হয় আর তার চেহারার জ্যোতির্মন্ডিত বা আলোকিত উজ্জ্বল কিরণ মানুষকে আকর্ষণ করে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার মনে আছে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে এখানে অর্থাৎ কাদিয়ানে সহস্র সহস্র মানুষ এসেছে। আর তারা যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দেখেছে তারা এ কথাই বলেছে যে, এটি মিথ্যাবাদীর চেহারা হতে পারে না। তার (আ.) মুখ থেকে তারা একটি শব্দও শুনেনি কিন্তু বিশ্বাস স্থাপন করেছে। এমন দৃষ্টান্ত আজও আমাদের চোখে পড়ে। আমার কাছে অনেক চিঠি পত্র আসে যাতে উল্লেখ থাকে যে, আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ছবি দেখেই বলতে বাধ্য হয়েছি যে, এটি মিথ্যাবাদীর চেহারা হতে পারে না আর আমরা বয়াত করেছি।

এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন যে, আমাদের জামাতে তিন ধরণের মানুষ রয়েছে প্রথম শ্রেণী হলো তারা যারা আমার দাবীকে বুঝে শুনে এবং চিন্তা ভাবনা করে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে। তারা আমার আগমনের উদ্দেশ্য জানে এবং বুঝে। আর তারা এটিও বুঝে যে, যেভাবে পূর্বের নবীদের জামাত ত্যাগ স্বীকার করেছে একইভাবে আমাদেরও ত্যাগ স্বীকার করা উচিত। কিন্তু আরেকটি শ্রেণী এমনও আছে যারা কেবল হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেবের কারণে আমাদের জামাতভূক্ত হয়েছে। তারা আমার আগমনের উদ্দেশ্য কি তা জানে না। কিন্তু তারা শুধু এই কারণে জামাতভূক্ত হয়েছে যে, হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়াত করেছেন এছাড়া যুবকদের সমন্বয়ে একটি তৃতীয় জামাতও রয়েছে যাদের হৃদয়ে যদিও মুসলমানদের ব্যাথা এবং বেদনা ছিল, কিন্তু সেটি ছিল জাতিগত ভাবে, ধর্মীয় ভাবে নয়। তারা চাইত যে, মুসলমানদের একটি দল বা গোষ্ঠি থাকা চাই। অর্থাৎ ধর্মীয়ভাবে কোন ব্যাথা বেদনা ছিল না। কিন্তু মুসলমানদের অবস্থা দেখে তারা চাইত যে, তাদের একটি জাতি সত্তা বা একটি দল গঠিত হোক। তো এমন মানুষও জামাতভুক্ত হয়েছে। । কিন্তু সাধারণ মুসলমানদের জন্য কোন দল গড়ে তোলা যেহেতু তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল তাই যখন তারা আমাদের জামাতকে দেখলো তখন আমাদের জামাতে এসে যোগ দিল। আর এখন তারা চায় যে, তারা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করবে আর মানুষ সেখান থেকে ডিগ্রি অর্জন করবে। আর একারণেই তারা আমাদের জামাতকে শুধুমাত্র একটি সংগঠন বলেই মনে করে, ধর্ম মনে করেনা। তো যেসব বিষয়কে জাগতিক উন্নতির কারণ মনে করা হয় সেগুলো সম্পূর্ণ ভিন্ন আর ধর্মের ক্ষেত্রে যেগুলোকে উন্নতির মাধ্যম মনে করা হয় সেগুলো সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং পৃথক। সংগঠন ভিন্নভাবে উন্নতি করে আর ধর্ম ভিন্নভাবে। ধর্মের উন্নতির জন্য আবশ্যক হলো চারিত্রিক সংশোধন, উন্নত আখলাক, ত্যাগ এবং কুরবানীর বৈশিষ্ট্যসৃষ্টি হওয়া আবশ্যক, নামায পড়া আবশ্যক যেন আধ্যাত্মিক উন্নয়ন সাধিত হয়, রোযা রাখা আবশ্যক, আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা বা তাওয়াক্কুলের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক, তাঁর আনুগত্য এবং এতায়াতের অঙ্গিকার করা আবশ্যক। যদি আমরা এই সমস্ত কাজ করি তাহলে পৃথিবীর দৃষ্টিতে হয়তো আমরা উন্মাদ আখ্যায়িত হব কিন্তু খোদাতা'লার পবিত্র দৃষ্টিতে আমাদের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান আর কেউ হবে না। তাই সকল উন্নত চরিত্র ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে উন্নতি, এগুলো ধর্মীয় জামাতে হওয়া আবশ্যক। তাই প্রত্যেক আহমদীর নিজেদের ঈমানের এবং আধ্যাত্মিকতার মান অনেক উন্নত করার প্রয়োজন রয়েছে।

এরপর তালীমুল ইসলাম হাই স্কুল প্রতিষ্ঠার পটভূমি এবং প্রয়োজন বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, একটি যুগ এমন ছিল যে, যখন তালীমুল ইসলাম কলেজের সূচনা হয় তখন চিন্তা ছিল যে, তাৎক্ষনিকভাবে আমাদের এত লক্ষ রুপি প্রয়োজন এবং বার্ষিক এত টাকা আয় আবশ্যক যেন কলেজ চালু রাখা যায় আর লক্ষ লক্ষ টাকার পরিকল্পনা প্রণীত হচ্ছিল। তো সেই সময়ের উল্লেখ করে তিনি বলেন, একটি যুগ এমন ছিল যখন আমাদের জন্য হাইক্লাস চালু করাও কঠিন ছিল। এখানে অর্থাৎ কাদিয়ানে আর্যদের মাধ্যমিক স্কুল ছিল। প্রথম দিকে আমাদের ছেলেরা তাতে যাওয়া আরম্ভ করে। তখন আর্য বা আরীয়া শিক্ষকরা তাদের সামনে লেকচার দেয়া শুরু করে যে, তোমাদের মাংস খাওয়া উচিত নয়। হিন্দুরা মাংস খায় না। মাংস খাওয়া অন্যায়। তারা এমন অনেক আপত্তি করত যা ইসলামের ওপর আক্রমনের নামান্তর। ছেলেরা স্কুল থেকে এসে এসকল আপত্তি শুনাত। তিনি (রা.) বলেন যে, কাদিয়ানে একটি প্রাইমারী বা প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল আর তাতেওঅধিকাংশ শিক্ষক ছিল আর্য বা আরিয়া। আর এই কথাগুলোই তারা শিখাত। প্রথম দিন যখন আমি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়তে যাই, অর্থাৎ হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) নিজের এই ঘটনা বর্ণনা করছেন যে, যখন আমি সেই সরকারী প্রাইমারী স্কুলে পড়তে যাই এবং দুপুরে আমার খাবার আসে তখন আমি স্কুল থেকে বের হয়ে পার্শ্ববর্তী একটি গাছের নীচে খাবার খেতে বসলাম। আমার খুব ভালভাবে মনে আছে, সেই দিন কলীজা রান্না করা হয়েছিল আর তা-ই আমার জন্য পাঠানো হয়েছিল। তখন মিঞাঁ ওমর দ্বীন সাহেব মরহুম যিনি মিঞাঁ আব্দুল্লাহ্ সাহেবের পিতা ছিলেন তিনিও একই স্কুলে পড়তেন। কিন্তু তিনি ওপরের ক্লাসে ছিলেন আর আমি ছিলাম প্রথম শ্রেণীতে। আমি খাবার খেতে বসলে তিনিও সেখানে চলে আসেন আর দেখে বলেন যে, আচ্ছা মাংস খাচ্ছ। অথচ তিনি ছিলেন মুসলমান। এর কারণ এটিই ছিল যে, আর্য শিক্ষকরা শিখাত এবং বলতো যে, মাংস খাওয়া অনেক বড় অন্যায় এবং খুব ঘৃণ্য একটি কাজ।

যরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, ১৯৪৪ সনে আমি কলেজের ভিত্তি প্রস্তর রেখেছিলাম কেননা তখন সময় হয়ে গিয়েছিল যেন আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের উচ্চ শিক্ষার দায়িত্ব বা বাগডোর আমাদের হাতে থাকে। একটি যুগ এমন ছিল যখন আমাদের জামাতের অধিকাংশ সদস্য

নিম্ন পর্যায়ের এবং সল্প আয়ের ব্যক্তি ছিল। এর মাধ্যমে জামাতের ইতিহাসও স্পষ্ট হয়। নিঃসন্দেহে কলেজের কিছু মানুষও আহমদীয়াত গ্রহণ করে জামাতভূক্ত হয়েছে কিন্তু সেটিকে দুর্ঘটনা মনে করা হত। নতুবা উচ্চ মর্যদা সম্পন্ন এবং ভালো আয়ের মানুষ আমাদের জামাতে গুটি কতক ব্যক্তি ছাড়া খুব বেশী ছিল না এটিও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার একটি প্রমাণ যে, আমাদের জামাতে কোন বড় লোক যোগ দেয়নি। তাই কোন ইএ সি আমাদের জামাতে নেই। সেই যুগের নিরীখে ইএসি বলতে সরকারী চাকুরে যাদেরকে হয়তোবা এসিস্টেন্ট কমিশনার বলা হয়, তারা অনেক বড় মানুষ হিসেবে গণ্য হতো। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলছেন যে, কিন্তু দেখ এখন ইএসি এখানে অলিতে গলিতে বিচরণ করে আর তাদের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। কিন্তু একসময় আমাদের জামাতে উন্নত স্তরের মানুষের এত অভাব ছিল যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, আমাদের জামাতে কোন বড় মানুষ অন্তর্ভূক্ত হয়নি। অর্থাৎ কোন ইএসি আমাদের জামাতে প্রবেশ করেনি। সেই সময়ের নিরীখে এক কথায় আমাদের জামাত তখন এক ইএসি-কেও সামলানোর সামর্থ্য রাখতো না।

আজ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সারা বিশ্বে জামাতের শত শত স্কুল এবং কলেজ চালু আছেএবং আজ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বড় বড় বিশেষজ্ঞ এবং কর্মকর্তারা জামাতভুক্ত রয়েছে। বিভিন্ন দেশের দেশীয় সাংসদরা আহমদী আরতারা নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতায়ও সমৃদ্ধ। এমন নয় যে, তাদের মাঝে শুধু বস্তুবাদীতাই ছেয়ে আছে বরং আফ্রিকার কোন কোন দেশে আহমদীরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছে। তো আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপারাজীর মধ্য থেকে এটিও একটি কৃপা। আল্লাহ্ তা'লা কিভাবে উন্নতি দান করছেন! প্রারম্ভিক আহমদীদের ওপর কঠোরতা এবং খোদা তা'লার কৃপাবারীর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন যে, এক যুগ এমন ছিল যখন জামাত চতুর্দিক থেকে কঠোরতার সম্মুখীন ছিল। খুবই প্রারম্ভিক যুগের কথা এটি। মৌলভীরা ফতোয়া দিয়েছিলো যে, আহমদীদেরকে হত্যা করা, তাদের ঘর লুটে নেওয়া, তাদের ধন সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া, তাদের মহিলাদের তালাক ছাড়াই অন্য জায়গায় বিয়ে দিয়ে দেয়া শুধু বৈধই নয় বরং পুণ্যের কারণ। প্রত্যেক প্রভাত নিজের সাথে নতুন পরীক্ষা এবং নতুন দায়িত্ব নিয়ে আসত এবং প্রত্যেক সন্ধ্যা যা আসত নিজের সাথে নতুন পরীক্ষা এবং নতুন দায়িত্ব নিয়ে আসত কিন্তু "আলায়সাল্লাহু বেকাফীন আবদাহ্"-র মৃদু মন্দ বাতাস সমস্ত দুঃশ্চিন্তাকে খড়কুটার ন্যায় উড়িয়ে নিয়ে যেত। আর সেই মেঘমালা যা জামাতের প্রারম্ভিক ইমারতের ভিত্তিকে মূল থেকে উৎপাটনের হুমকি ধমকি দিত স্বল্প সময়ের ভিতর রহমত এবং কৃপা বারীতে পরিণত হতো। আর তার একেকটি বিন্দু বর্ষিত হওয়ার সময় "আলায়সাল্লাহু বেকাফীন আবদাহ্"-র শক্তি সঞ্চারী ধ্বনি সৃষ্টি হতো। অর্থাৎ এত কঠোরতা থাকা সত্ত্বেও এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য যথেষ্ঠ আর ইনশাল্লাহ্ অবস্থার পরিবর্তন হবে। আর কিছু সমস্যা দেখা দিলেও "আলায়সাল্লাহু বেকাফীন আবদাহ্"-র ধ্বনি আজও আমাদের সাপোর্ট বা সহায়ক হিসেবে দন্ডায়মান হয়। আজ পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর লঙ্গর বা অতিথীশালা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা কখনও আমাদেরকে ছাড়েননি বা পরিত্যাগ করেননি আর ইনশাল্লাহ্তা'লা করবেনও না যদি আমরা তাঁর আঁচলকে আকড়ে ধরে রাখি। নিঃসন্দেহে ত্যাগ স্বীকার করতে হয় বা কুরবানী দিতে হয় আর আহমদীরা আল্লাহ্ তা'লার ফযলে ত্যাগ স্বীকার করে থাকে বা কুরবানী দিয়ে থাকে কিন্তু প্রতিটি কুরবানী খোদার কৃপা বারীর কল্যাণে আমাদের এক নতুন রাস্তা প্রদর্শন করে। আল্লাহ্ তা'লা দেয়ার ক্ষেত্রে কখনও কার্পণ্য করেন না। এরপর ঐশী হিফাযতের নিদর্শন সংক্রান্ত একটি ঘটনা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন,হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবন থেকে ঐশী হিফাযতের একটি দৃষ্টান্ত আমি উপস্থাপন করছি। ক্বমর সিন সাহেব যিনি লাহোর ল কলেজের প্রিন্সিপাল, তার পিতার সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সুগভীর সম্পর্ক ছিল। এমনকি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কোন সময় রুপিয়ার প্রয়োজন হলে অনেক সময় তার কাছ থেকে ঋণও নিতেন। এই ক্বমর সিন সাহেব হিন্দু ছিলেন। তিনিও হযরত সাহেবের জন্য গভীর নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা রাখতেন।

জেহলাম এর মামলায় তিনি তার ছেলেকে টেলিগ্রাম করেছেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পক্ষ থেকে তিনি যেন উকিল হিসেবে পেশ হন। এই আন্তরিকতার কারণ ছিল তিনি যৌবনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং তিনি আরও কয়েকজন বন্ধু সহ শিয়ালকোটে একসাথে বসবাস করতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বেশ কয়েকটি নিদর্শন তিনি দেখেছেন। সে সকল নিদর্শনাবলীর একটি হলো এক রাতে তিনি বন্ধুদের সাথে ঘুমাচ্ছিলেন। তাঁর চোখ খুলে যায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর। তাঁর হৃদয়ে এই ধারণা সঞ্চার করা হয় যে, এই ঘর নিরাপদ নয়। এটি আশঙ্কার মাঝে রয়েছে। তিনি সবাইকে জাগ্রত করেন এবং বলেন যে, আশঙ্কা রয়েছে, সবার বেরিয়ে যাওয়া উচিত। ঘুমের আধিক্যের কারণে কেউ ভ্রুক্ষেপ করেনি। আর একথা বলে আবার ঘুমিয়ে পড়ে যে, এটি তাঁর সন্দেহ মাত্র। কিন্তু তাঁর দুঃশ্চিন্তা উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশেষে তিনি তাদেরকে আবার জাগ্রত করেন এবং মনযোগ আকর্ষণ করেন যে, ছাদ থেকে আওয়াজ আসছে ঘর খালি করে দেওয়া উচিত। তারা বলে যে, এটি সামান্য ব্যাপার। অনেক সময় কাঠে পোকা ধরলে এমন আওয়াজ এসেই থাকে। আপনি আমাদের ঘুম কেন নষ্ট করছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পুনরায় জোর দেন যে, আচ্ছা আমার কথা গ্রহণ করুন আর বেরিয়ে যান। অবশেষে তারা বেরোতে সম্মত হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যেহেতু দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা আমার নিরাপত্তার জন্যই ঘরকে ধ্বসে পড়া থেকে বাঁধা দিয়ে রেখেছেন। তাই তিনি তাদেরকে বলেন যে, প্রথমে তোমরা বের হও। তোমাদের পর আমি বের হব। তারা যখন বেরিয়ে যায় এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বের হন। তিনি সিড়িতে এক পা রাখতেই ছাদ ধ্বসে পড়ে। অনুরূপভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহারের আরো একটি ঘটনা তিনি বর্ণনা করেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, একবার আমি অমৃতশহর থেকে টমটম গাড়িতে বসে যাত্রা করি। এক অনেক মোটা তাজা এক হিন্দুও আমার সাথে এক্কা গাড়ি বা টমটম গাড়িতে বসে। সে আমার পূর্বেই এক্কা বা টমটম গাড়িতে বসে যায় এবং আরামের সন্ধানে নিজের পা ছড়িয়ে বসে এমনকি দ্বিতীয় সিট যেখানে আমার বসার ছিল

তাতে বসার পথেও বাঁধ সাধে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলছেন যে, আমি অল্প একটু জায়গার ওপর বড় কষ্টে বসি। সেই দিনগুলোতে বড় কঠোর রোদ পড়ত যার ফলে মানুষের চেতনা হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হতো। আমাকে রোদ থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ্ তা'লা এক খন্ড মেঘমালা পাঠিয়েছেন। কী ব্যবস্থা করেছেন, এক খন্ড মেঘমালা পাঠিয়েছেন। যা আমাদের টমটম গাড়ির ওপর ছায়া দিতে দিতে বাটালা পর্যন্ত আসে। এই দৃশ্য দেখে সেই হিন্দু বলে যে, আপনাকে তো খোদা তা'লার অনেক বড় বুযুর্গ মনে হয়। অতএব খোদা তা'লা স্বীয় বান্দাদের সাথে এমন ব্যবহার করেন যে, মানুষ বিস্মিত হয়। কিন্তু শর্ত হলো সত্যিকার বান্দা হওয়া আর এমন মানুষের পরিণাম অবশ্যই শুভ হবে। বাহ্যত পৃথিবীর বাহ্যিকতার পূজারীদের দৃষ্টিতে লাঞ্ছিত মনে হবে। কিন্তু পরিণতিতে সে অবশ্যই সম্মান লাভ করবে। বাহ্যত সে দুর্নামও হবে কিন্তু পরিণতিতে সে সুনাম লাভ করবে। এক কথায় তার সূচনা হবে প্রকৃত বান্দা হিসেবে আর সমাপ্তি ঘটবে খোদার সাহায্যের মাধ্যমে। প্রকৃত বান্দা হিসেবে যদি খোদার ইবাদত করা হয় তবে তাঁর সাহায্য মানুষের সাথী হয়ে থাকে। আর আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক অনিষ্টের মোকাবেলায় তার সাহায্য করে থাকেন।

এক সাধারণ পীর এবং খোদার প্রেরিত ব্যক্তির নেক প্রভাব সৃষ্টি এবং পুণ্য বন্টন আর ভক্তদের সংশোধন এবং মানবতার জন্য হৃদয়ে যে ব্যাথা থাকে এর মাঝে কী পার্থক্যএই দুইয়ের মাঝে কী পার্থক্য এর দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, লুধিয়ানার মুন্সী আহমদ জান সাহেবের কথা বলতে গিয়ে তিনি এটি লিখেছেন, লুধিয়ানার মুন্সী আহমদ জান সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবীর পূর্বেই ইন্তেকাল করেছেন। কিন্তু তার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি এত প্রখর ছিল যে, তিনি দাবীর পূর্বেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে লিখেছেন যে, "আমরা যুগের রোগীরা তোমার পথ পানে চেয়ে আছি। তুমি আল্লাহ্র খাতিরে আমাদের চিকিৎসা কর"।

তাই বাহ্যত রূহানী বা পীরেরা সেই ব্যক্তির সামনে দাঁড়াতেই পারে না যাকে আল্লাহ্ তা'লা বিশেষভাবে এই কাজের জন্য প্রত্যাদিষ্ট করেছেন অর্থাৎ পৃথিবীর সংশোধনের জন্য। অর্থাৎ পৃথিবীর মানুষের আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি করতে হবে, তাদেরকে খোদার নিকটতর করতে হবে। যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন যে, যে কাজের জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন তা হলো আল্লাহ্ এবং তাঁর বান্দার সম্পর্কের মাঝে যে পঙ্কিলতা এবং বিপত্তি দেখা দিয়েছে তা দূরীভূত করে ভালবাসা ও নিষ্ঠার সম্পর্ককে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। তিনি আরো বলেন যে, ধর্মীয় সত্যতা যা পৃথিবীর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে তাকে মানুষের সামনে প্রকাশ করা বা প্রকাশ করার জন্য। আর সেই আধ্যাত্মিকতা যা প্রবৃত্তির অমানিশায় চাপা পড়েছে তার জীবন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য। আর সব চেয়ে বড় কথা হলো সেই খাঁটি এবং উজ্জ্বল একত্ববাদ যা সকল শিরকের মিশ্রণ থেকে মুক্ত, যা এখন হারিয়ে গিয়েছে জাতির মাঝে পুনরায় এর চারা রোপনের জন্য।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন বয়াতের সুবাদে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যেন আল্লাহ্ তা'লার সাথে আমরা সম্পর্ক স্থাপনকারী হতে পারি। ধর্মীয় সত্যকে চিনে যেন তা মেনে চলতে পারি। আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে উন্নতি করতে পারি। আর তৌহীদের প্রকৃত ঔজ্জ্বল্য থেকে আমারা যেন অংশ পাই। আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীর মানুষকেও এই দৃষ্টি দান করুন। বিশেষ করে উম্মতে মুসলেমাহ্কে মসীহ্ এবং মাহদী (আ.)-এর হৃদয়ের ব্যথা বেদনা বুঝে তাঁর হাতে বয়াত করার তৌফিক দিন।

অতঃপর হুজুর (আই.) বলেন, নামযের পর দু'টি গায়েবানা জানাযা পড়াব। প্রথমজন হলেন জনাব নোমান আহমদ আঞ্জুম সাহেব। পিতার নাম হলো চৌধুরীমাকসুদ আহমদ সাহেব। যাকে করাচীতে জামাতের বিরোধীরা ২০১৫ সনের ২১শে মার্চ সন্ধ্যা প্রায় পৌনে আটটার দিকে তার দোকানে এসে গুলি করে শহীদ করে। **ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন**। অনুরূপভাবে জনাব ইঞ্জিনিয়ার ফারুক আহমদ খাঁন সাহেবের যিনি পেশাওয়ার জেলার নায়েব আমীর। ফারুক আহমদ খাঁন সাহেব জনাব মাহমুদ আহমদ খাঁন সাহেবের পুত্র ছিলেন। রাবওয়া থেকে পেশাওয়ার যাচ্ছিলেন শূরার পর। গাড়ির টায়ার ব্রাস্ট হয়ে যায়। যার ফলে দুর্ঘটনায় পড়েন। চকওয়ালে গাড়ি থেকে বাহিরে সড়কের ওপর ছিটকে পড়েন। যার ফলে অনেক ব্যথা পান। হাইওয়ে পুলিশ চকওয়াল হাসপাতাল পৌছিয়েছে কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। **ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন**। হুজুর (আই.) দুজন মরহুমের প্রসংশা ও জামাতি খিদমতের উল্লেখ করে দোয়ার আবেদন করেন এবং নামাজ জানাযা গায়েব পড়ার ঘোষণা করেন।

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar, Bangla (27th March 2015)

BOOK POST (PRINTED MATTER)

TO .....

.....

From : Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hajipur, Diamond Harbour, 743331, 24Parganas (s), W.B